গাজায় ফেলা ইসরায়েলি বিস্ফোরকের পরিমাণ হিরোশিমার ছয় গুণ

সংগৃহীত ছবি

গাজায় ইসরায়েলের চলমান সামরিক অভিযানে বিস্ময়কর মাত্রায় সহিংসতা ও মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, অক্টোবর ২০২৩ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ৫৭ হাজার, আহত হয়েছে আরও এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ।

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, গাজায় ইসরায়েল যে পরিমাণ বিস্ফোরক নিক্ষেপ করেছে, তার পরিমাণ ৮৫,০০০ টন, যা হিরোশিমায় ফেলা পারমাণবিক বোমার (~১৫ কিলোটন) চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বেশি শক্তিশালী। এ ধরনের হামলা গাজার অনেক এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

গাজায় মানবিক সংকট চরমে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো গাজার অবস্থা বর্ণনা করছে "মৃত্যুফাঁদ" হিসেবে। সেখানে খাদ্য, ওষুধ ও জরুরি ত্রাণ সরবরাহে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত ও অনাহারে ভুগছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্পের শেয়ারমূল্য ২১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এই সময়ে, এবং অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিগুলো রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে।

অন্যদিকে, জাতিসংঘ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও যুদ্ধাপরাধের জবাবদিহিতা চেয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও পর্যবেক্ষক দল ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে চালানো হামলাকে "গণহত্যা" হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

মাত্র গতকাল একদিনেই গাজায় ১১৮ জন নিহত ও ৫৮১ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।